রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ চাকরিচ্যুত শিক্ষকের

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের পরিচালনা কমিটি (বোর্ড অব গভর্নরস) ও শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাছেরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির চাকরিচ্যুত এক শিক্ষক। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক আনোয়ার শাহাদাৎ। সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার শাহাদাৎ অভিযোগ করেন, রেসিডেন্সিয়াল কলেজের বর্তমান পরিচালনা কমিটি ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা মিলে নানা দুর্নীতি করছেন। এ চক্র নিয়োগ বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, মাঠ ভাড়া বাণিজ্য, পদোন্নতি বাণিজ্যসহ কলেজের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। আনোয়ার শাহাদাৎ বলেন, তাদের এসব অনিয়মের প্রতিবাদ করায় ২০০৯ সালে তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করে পরিচালনা কমিটি। পরে প্রধানমন্ত্রী তাকে পদোন্নতিসহ চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষা সচিব ও কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান খান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করে ২০১১ সালের ২১ জুন তাকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করে। একইভাবে শিক্ষক কর্মকর্তা মিলে মোট ২৫ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। একপর্যায়ে দুর্নীতির কারণে কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে তিনি রাতের আঁধারে পালিয়ে যান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও কাজ না হওয়ায় আমি তার চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করি। হাইকোর্ট তাকে স্বপদে বহাল রাখতে শিক্ষাসচিব ও পরিচালনা কমিটিকে নির্দেশ দেন। তারা হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে আপিল বিভাগও হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন। শাহাদাৎ বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পরও তার চাকরি ফিরিয়ে দেননি শিক্ষাসচিব ও পরিচালনা কমিটি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করবেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও চাকরিচ্যুতদের চাকরি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়।